দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUN. 19 1999
পৃঃ ২ কলাম ৩

বিদেশে লেখাপড়ার প্রবণতা বাড়ছে

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমেই সমস্যায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে

মোঃ আবদুর রহিম ॥ আগামী নতুন শতকের সাথে পাল্লা দিয়ে দেশের অগ্রযাত্রা নির্ভর করছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও অগ্রগতির উপর। কিন্তু আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার যে হাল তাতে নতুন শতকের সাথে পাল্লা দেয়া তো দূরের কথা বরং পিছিয়ে পড়ার লক্ষণই স্পষ্ট। আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমেই বিভিন্ন সমস্যায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। এ অবস্থায় দেশের বাইরে পাঠিয়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানোর প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু এ বিষয়টি নিয়ে জাতীয়ভাবে অথবা সরকারীভাবে কোন চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে না। অভিভাবক সমাজ চরম হতাশায় ভুগছেন তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। উপায়ন্তর না দেখে সচ্ছল অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের পড়াশুনার জন্য দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আর এর বিপরীতে বিপুল অংকের বৈদেশিক মুদ্রার ভার বহন করতে হচ্ছে দেশের জনসাধারণকে। বেহাল জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য দায়ী কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব, কর্মসংস্থান বা উপার্জনমুখী শিক্ষা অনুপস্থিতি, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতি, গৃহশিক্ষকনির্ভর আস্থাহীন শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষা নিয়ে ষড়যন্ত্র। ৯-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমেই সমস্যায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তীব্র অভাব অনুভূত হচ্ছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের। উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কোথাও শিক্ষার পরিবেশ নেই। শিক্ষাঙ্গনের কর্তৃত্ব শিক্ষকের পরিবর্তে ছাত্রদের হাতে আবর্তিত হচ্ছে। অস্ত্রের মহড়ার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে ছাত্র-ছাত্রীরা। দলীয় রাজনীতির লেজুরবৃত্তি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার গুণগত মানের অগ্রগতির হ্রাস টেনে রেখেছে। শিক্ষকরাও দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়ার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর তাদের প্রভাব বজায় রাখতে পারছেন না। একই কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া এবং পরীক্ষার বিষয়ে শিক্ষকদের কঠোরতার পরিবর্তে নমনীয় শাসন পরিলক্ষিত হয়। রাজনীতির সাথে শিক্ষকদের প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার কারণে শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষকসুলভ ব্যক্তিত্বের ঘাটতি ক্রমেই বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বনের বিষয়ে টেবিল বৈঠকে ছাত্র-শিক্ষক একই ভূমিকায় অবস্থান করেন। ছাত্র আন্দোলনের পেছনে শিক্ষকদের ইন্ধন থাকে। পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার পেছনে দলীয় সম্পর্ক কাজ করে। এমনিভাবে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার সাথে সাথে শিক্ষাঙ্গনেও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। বিঘ্নিত হয় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি। একই পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে গ্রাস করছে মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ।

কর্মসংস্থান বা উপার্জনমুখী শিক্ষার অভাব

আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের বা উপার্জনমুখী হওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। উচ্চশিক্ষা শেষে শতকরা ৬০ ভাগ শিক্ষার্থীকে একেবারেই বেকার থাকতে হয়। শতকরা ৩০ ভাগ শিক্ষার্থীর গৃহীত শিক্ষার সাথে কর্মসংস্থানের কোন সামঞ্জস্য থাকে না। শতকরা ১০ ভাগ শিক্ষার্থীকে নিজ উদ্যোগে দেশে বা দেশের বাইরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিতে হয়। ফলে দেশে গৃহীত শিক্ষার বিষয়ে অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হতাশা ক্রমেই বাড়ছে।

ত্রুটিপূর্ণ এবং গৃহশিক্ষকতা নির্ভর শিক্ষাদান পদ্ধতি

দেশের প্রায় সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া সার্টিফিকেট নেয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণেই ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যায়। ছাত্ররা শ্রেণীকক্ষে বসে শিক্ষকদের লেকচার শুনা পর্যন্তই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। শ্রেণীকক্ষে লেকচার ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখে না। শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত অর্থে শিক্ষাদানের প্রশ্নে শিক্ষকদের জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা নেই। শ্রেণীকক্ষে লেকচার শুনার পর লেকচার আত্মস্থ করতে অথবা সাজেশন অনুযায়ী প্রশ্নোত্তর শিখতে ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহশিক্ষক বা কোচিং সেন্টারের পেছনে পেছনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হয়। বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থনৈতিক চাপ বহন করতে অধিকাংশ অভিভাবকদের হিমশিম খেতে হয়। এ অবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার প্রতি অভিভাবক তথা ছাত্র-ছাত্রীদের আস্থা বর্তমানে প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

শিক্ষা নিয়ে ষড়যন্ত্র

আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা এখন গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। বাংলাদেশ এবং ভারতের রাজনৈতিক অঘটনের উত্তপ্ততা প্রায় একই পর্যায়ের। বাংলাদেশ থেকে আকাশ পথে মাত্র ২০ মিনিটের ব্যবধানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্বিঘ্নে লেখাপড়া হচ্ছে। অথচ রাজনৈতিক উত্তপ্ততা এবং শিক্ষাঙ্গনে কলুষিত শিক্ষক-ছাত্র রাজনীতির কারণে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষাদান বিঘ্নিত হচ্ছে। পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক, দলীয় সম্পর্ক এবং আর্থিক লেনদেন কাজ করে। উল্লেখিত সম্পর্কের বাইরের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা পাস করে বেকারত্বের বোঝা বহনের বিকল্প থাকে না। আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরই সাধারণত কর্মমুখী শিক্ষার স্তর হিসেবে বিবেচিত। অথচ সকল বিদেশী অনুদান কেবল প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এবং এনজিওদের বিশেষ শিক্ষার জন্য আসে। আমাদের দেশকে পরমুখাপেক্ষী করে রাখার কারণেই শিক্ষা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সাহায্য শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রদান করা হয় বলে কোন কোন শিক্ষাবিদ মত পোষণ করেছেন। তাদের মতে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী ও কর্মসূচী করার জন্য দাতাগোষ্ঠীর চাপ না থাকা এবং এ দেশের শিক্ষাঙ্গনকে শিক্ষা উপযোগী না রাখার পেছনে বাইরের চক্রান্ত কাজ করছে। ফলে সুষ্ঠু শিক্ষার অভাবে দেশ স্বনির্ভর হতে পারছে না। অপরদিকে উৎপাদন অথবা কর্মমুখী শিক্ষার জন্য এদেশ থেকে প্রতিবছর লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনার জন্য বিদেশে বিশেষ করে ভারতে পাড়ি দিচ্ছে। আর বিদেশে পড়াশুনার জন্য কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ভার বহন করতে হচ্ছে জনসাধারণকে। জাতির বিশেষ স্বার্থে এর অবসান অপরিহার্য।